নির্বাচিত, চিহ্নিত, ঈর্ষারভারে, নির্ব াসনে

সুবিমল মিশ্র

(মার্সেল প্রুস্তকে, আলবারতিন গড়ে নিতে দেয়নি যে)

বাধ্য হই বিধিবদ্ধভাবে নিজের বিদ্ধে ভাবতে, এবং সেই ভাবাটা এতদূর পর্যন্ত যায় যে অতি স্পষ্ট সত্যেরও যাচাই করতাম কতটা বিরত্ত তা আমায় করেছে সেই নিরিখে। সংস্কৃতি বাঁচায় না কিছুই, কাউকেই, তা ন্যায্যতা প্রমাণ করেনা কিন্তু তা মানুষের উৎপাদিত বস্তু, সে তার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে, নিজেকে চেনে, একমাত্র সেই অন্তর্ভেদ আয়নাটি দান করে তার প্রতিচ্ছবি। আমার শেকড়গুলো শুষে নেয় তার রস আর আমি তা চারিয়ে দিই নিজের ভেতর। চিনলাম সেই লোক, তার মধ্যে দিয়ে আমি দেখাই, আত্মতৃপ্তির ভাবে নয়, আমারই জীবনের চরম অনুজ্ঞাপত্রটি। খুলে যায় অলৌকিক দৃষ্টি, যা মোহ ভিন্ন অন্য কিছু না। এই অতিকথাটি ছিল বেশ সহজ তা হজম করতে আমার কষ্ট হয়নি। নির্বাসিত কার কার জন্য যে-সব পরীক্ষা সঞ্চিত থাকে ও যে-ব্যর্থগুলোর জন্য আমি দায়ী ছিলাম, এ - দুয়ের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখিনা। শেষে কিছু একটা ঘটল। চরমতম কিছু ঘটবে এটাই ছিল আমার প্রত্যাশা। এক সন্ধ্যায় আলো নিভে গেল, কোথাও কিছু বিগড়ে যায়। আমি হাত দুটো দুপাশে প্রসারিত সামনে এগোই, আমি নতিস্বীকার করতে থাকি সেইসব রাজকীয় ইচ্ছায়, যা চাইছে প্রত্যাশিত হতে, ততটা সাধিত হতে নয়। অন্ধকারে আমার বয়স বাড়তে থাকে, তলায় লোকের ভিড়, চেঁচাচ্ছে তারা। একেবারে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে হয় আমায়, খুঁজে বেড়াতে হয় নিত্য নতুন হত্যাকারীদের। যে - স্থান আমার, আমি রয়েছি সেখানে। এবার আর মনোরঞ্জন করা নয়, মনে ছাপ ফেলা। কেননা বিনীত হওয়ার অধিকার রয়েছে শুধু টিকিট কেটে ফেলেছে এমন যাত্রীদেরই। তবু, আর কখনো জানাতে পারলাম না মামলাটি আমি জিতলাম কিনা। মানুষ নিয়ে আমার এতটুকও মাথাব্যথা ছিল না, নিজের পরিচয়ের দলিলপত্র কখন ফেলে এসেছি পেছনে, সেই চরমভাবে অপ্রতিকার্য বুর্জোয়া একাকিত্বের জন্য। ঔদার্য ভেতরের ক্ষত সারানোর এক গোপন মলম বৈয় এবং শেষ পযন্ত যা আমাদের বিষাক্ত করে ছাড়ে। পরে সে ব্যাখ্যা করতে বসবে, বাড়িতে সে-ই নাকি সকলের চেয়ে জটিল, একমাত্র সে-ই নাকি নিজেকে ইচ্ছে করে কখনো অপমান করেনা বা কোনো মিথ্যা সম্পর্কের মধ্যে ফেলেনা। মিথ্যে বস্তুটাই হচ্ছে দ্বান্দ্বিক, এ এক হয়তো - বা একেবারে নির্ভেজাল ঠিক। আমাকে বাদ দিয়ে তুমি টিকবে না, তোমাকে বাদ দিয়ে আমি ঠিকই টিকে যাব। কী উৎসাহ সেদিন, যেন আমাকে পাগল করে দেয়। সেই সংকেত পাওয়ামাত্রআমি নড়িনা চড়িনা, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকি, যেন দৌড় প্রতিযোগিতা আমার দৌড় সু হবে এক্ষুনি। সবকিছু বাদামী, স্যাঁতসেতে, এক তার রেশম- নীল সাড়ি ছাড়া, কি - যেন বলবেন তিনি, তা শুনতেই আমার কান খাড়া, স্বল্প কয়েকটি মূহূর্তের মতো অনমনীয় ভংগির। কোথায় কোথায় যেন কারা বন্যা - পীড়িত, কাল বিমান থেকে মৃত্যু হয়েছে তাদের জন্য কোনো উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হবেনা. জ্বালিয়ে দিতে হয় প্রতিটি আলো, কেননা বাস ছিল প্রায় অন্ধকারেই। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, জানতাম আমার সমর্থন তো আছেই। নালিশ করা আমাদের গরীবদের কিছুতেই আসেনা, তারা দেওয়ালের সংগেই সেঁটে থাকবে. সুখের বিষয় হাততালির অভাব নেই। তবু সাধারণের থেকে আমি তফাৎ থাকি, পালিয়ে থাকি নিজের অসমর্থনীয় শরীর থেকে। শবানুগমন করার সময় আমার কিছু মনে হয় না। সবসময় অসমাপ্ত, সবসময় নতুন করে সু করা যা চাইলে পাওয়া যায় আলাদা নামে, কখনো ভীতিপ্রদ, কখনো মজার দুঃসাহসিক কাহিনীর ওটা - এটা কুটিটি, উদ্ভট ঘটনা আর খবরের কাগজ থেকে তুলে দেওয়া প্রবন্ধের টুকরোটাকরা । তার তো একটা বর্ণনা চাই, নইলে তাকে দেখা যাবে না। এইখানেই আমার আপত্তি। এটা ছিল জীবন নিয়ে আমার ভয়, যা সংগে সংগেই উঠে দাঁড়ায় আমার বিদ্ধে। চরিত্রদের সম্মুখীন করির নতুনং সংকটের । দেখতে পাওয়ার মতো শত্রু না থাকায় নিজের ছায়াটাকেই আমি ভয় পেতে সু করি, খুশি মতো অন্ধকারে বা আলোয় । ব্যাপারগুলো আমার উদ্ভাবন নয়, আমি তাদের খুঁজে পাই আমার কাজকর্মে। যেটাকে বলে জীবনধারণের মিষ্টত্ব, সেটাই ততক্ষনে নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রেমিকা ও ভাবীশ্বশুর স্থানীয় এক পশুপ্রজনন শিবিরের দিকে পালায়। নাটকি গে ধিয়া চকরি গে ধিয়া, ভাতারের লণ্ড যায়নে এতাখান বিয়া। আমি নোয়াতে পারতাম, বর্শাঘাতে বিদ্ধ করতে পারতাম পাঁজর, শরীর দিয়ে গড়ে দিতাম যা নিজেকে যেন দেখতে পাচ্ছি। এই যুগ্ম প্রতারণার সম্পর্কটি ক্রমে আমাকে গোগ্রাসে গিলে ফ্যালে, যাবতীয় অস্বস্তি থেকে নিত্যনতুন অনুচ্ছেদে নিয়ে যায়। পবিত্রতা আমাকে টানতো না, ভিড়ের প্রতি আমার অচি ধরে, ভালো লাগতো কোন নারী যখন নখ পালিশ করে বা যথাসম্ভব কাছ থেকে, বাতাসে শুনি সেই হাহাকার বাজছে। আমি ওজর তুলেছি তার। প্রথমে তার নজরেই পড়বে না, আলবারতিনের, শব্দের, অনন্ত বিস্তারের কোথাও কোন স্থানে, অনেকটা নিজের মতো করেই। আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়, মনে হয় আমি যেন অন্য কেউ হয়ে যাচ্ছি। কোত্থেকে এই আশ্বাস পাচ্ছে ও । চোখ দিলাম কালো চিহ্নগুলোর দিকে, একটাও বাদ না দিয়ে, এবং চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নীজেকে নিজেকে শোনাতে থাকলাম। আলবারতিনও তার অন্ধ অতিস্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে অন্য কেউ -এ পরিণত। কেন কোনো নারী তখন নীজেকে কেমন দেখায় সে বিষয়ে শৈথিল্য করবে সেই লোকটির বেলাতে যাকে খুশি রাখাই তার সবচেয়ে বড় ভাবনা হওয়া উচিত ছিল। নাটকি গে ধিয়া চাকরি গে ধিয়া ভাতারে লণ্ড যায়নে এতাখানে বিয়া। আমি নিজেকে ভালোবাসি সত্যিই, তা, কারণ আমার মনের অবস্থার অন্য কোনও নাম আমি দিতে পারিনা। য়ে কঠোর নিয়মে একটা ঘটনা গড়িয়ে চলে অন্য ঘটনায়, তার প্রতি আমি সমবেদনাশীল হতে থাকলাম। মাকে নিয়ে আমার হিংসে হতে থাকলে তারপর, সন্ধেবেলায় তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতঃ কি বুঝলে ? তামাকের বাসি গন্ধ, কাকু বলে যাকে ডাকতে আমাদের শেখানো হয়েছিল এবং সময়ে অসময়ে মার কাছে যে আসতো, শিকার বা আবিস্কারের সন্ধানে আমরা সেই যত ভ্রমণ। গ্রাসে একচুমুক লাল জল, টি সুদ্দ প্লেট। সোনালী মাছে ভর্তি আমার অ্যাকোরিয়াম, সেটা না জেনে কি কেউ অভিনয় করে চলতে পারে ? তার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে আমি যাত্রা শু করি। কিন্তু সে যাই হোক, যদি ধরেও নিই যে আমার সেই দক্ষিণ কলকাতাবাসী মহিলাটি কিছু করেছে, আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য যথেষ্ট হবেনা নিজেকে মধ্যস্থের হাত দিয়ে কোথাও - না কোথাও পৌঁছে দিতে। মহিলাটি আগ্রহের সংগে কথাবার্তা বলছে, আমার নামটাও তারা উচ্চারণ করল. নাটকি গে ধিয়া চাকরি গে ধিয়া ভাতাতরের লণ্ড যায়নে এতাখান বিয়া। আলবারতিনের

সিঁথের সিঁদুর, সকলের থেকে দূরে থাকি বলেই বহুকাল আমি জানতে পারি না। বই যেন অন্ধ, আমি ডাক দিই তাদের নাম, চরিত্রটির মডেল হিসেবে ব্যবহার। ঘটনাটি হল এই, খদ্দেরটি স্বয়ংশ্বশুর মশাই, ঠিক করলনে দুজনে একসংগে হাত লাগাবেন। রেখে দিতাম পরের দিনের জন্য , অথচ রয়ে গেলাম এক ভাবী নায়ক, নীল মৃত্যুর ভাবিষ্যও তাকে পথ দেখায়, তাকে নিশানা দেখায় এক বাদামী নক্ষত্র। নির্দেশ পালনের জন্য, আর মারা যায় তার জয় নিয়ে। বই-ই ছিল বিষ, যা ক্রমশ কল্পনায় নিয়ে যায়, আর নির্বাচিত শূন্যতা বিছিয়ে দেয় তার পথ, শহীদত্বের স্বাদ পায় সে, অন্ধ ও মহিমার ক্ষতচিহ্ন। আলবারতিন, দুপা প্রসারিত, চুম্বন করতে প্রলুব্ধ করে, সেই নির্জনতা, প্রথম ঔদার্যের কোন অর্থ থাকে কি ? আদান প্রদানের অধিকার তো আজ্ঞাধীন। নাটকি গে ধিয়া চাকরি গে ধিয়া ভাতারের লণ্ড যায়নে এতাখান রিয়া। একেবারে শূন্যতার অবস্থা থেকে, আমি নয় তবু তারও আমার আত্মা হুবহু অরণ্যে ওৎ পেতে থাকে সেই প্রতারক, আশা ও তিক্ততা। তাদের মধ্যেই বিধৃত সব রঙ, অসংশোধনীয় যৌনতা। ঝুঁকি যা জাগতিক, রীতিটাকে বৃথাই গোপন করতে চায়। এ মানুষ তো নরখাদক । আবার সংগীত তার থেকেই বেরোয়। অদৃশ্যকে দেখতে পেয়ে, আমার শরীরের ওপর পর্যন্ত । তীব্রতার বিদ্ধে পা ফেলে যার ফলে মুছে দিতে পারি ঠোঁট সামনে বাড়িয়ে । অশ্লীল ? যথার্থ দাবি যেহেতু কারে না। প্রতি - আত্মনিয়োগ করে যতটা পারলাম, তিরস্কার আর প্রশ্রয়ের ভংগিতে। মাথার ভিতরে হাতের ওপর তাঁর দৃষ্টি অনুভব করলাম। প্রথম ভাগে কিন্তু কিছু থাকেনি।। ঘৃণাটা তিনি দেখাতেন রাত্রে, শোয়ার জামা পরে, দুটোই নিলিত হতো আমাতে। মানুষ কী চায়, কী আশা করে, কিসের আনন্দ পায়, মানুষ্যজীবন এক উৎসব - সৃষ্টি হয়েছি একে অন্যের বিদ্ধে নিজেকে প্রয়োজনীয় বলে শুধু ধারটা রূপোলি রঙে আঁকা ? শিরস্ত্রাণশূন্য অবস্থায়, তারা অপেক্ষা করেছিল আমার জন্যও। কাল সে বাঁচতে পারে তো শেষ পর্যন্ত সে পেয়ে যাবেই কোন - না - কোন চিঠি আলবারতিনকে বাঁচতে। আমি খুঁজে বেড়িয়েছি, হারিয়েছি, আবার ফিরে পেয়েছি, যাত্রা আরম্ভ করি সেখানে , আবার ফিরে আসি, হতচকিত ভারে চালাই, চলিয়ে যাই এক সত্যশূন্য জীবন। একজন অর্ধমৃত মানুষের বেঁচে থাকা চাই যাতে সে অজ্ঞাতসারেই ধ্বংসবশেষগুলি, বলাবাহুল্য, পাকড়ও করবে এক ছলকরা আশা দিয়ে, নিবাচিত, চিহ্নিত, ঈর্ষাভারে, নির্বাসনে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com